দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ৩ 1-JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্কুলে ছেলে শিশু ভর্তি হ্রাস পাচ্ছে ॥ বাড়ছে মেয়ে শিশু

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

বরিশাল সদর থানার চরমোনাই ইউনিয়নের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ছেলে শিশু ভর্তির হার হ্রাস পাচ্ছে। কন্যা শিশুদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা চালুর পর অভিভাবকরা ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হয়েছে। সম্প্রতি চরমোনাই ইউনিয়ন অনুসন্ধান চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, প্রায় ৩৭ হাজার জনঅধ্যুষিত চরমোনাই ইউনিয়নে ১২টি স্কুলেই ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। সেই অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে না। গত

সরেজমিন

চরমোনাই

শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৫) ১২টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৮৭ জন। পক্ষান্তরে ছাত্রীসংখ্যা ২৫০৭ জন। আপাতদৃষ্টিতে হ্রাস পাবার চিত্রটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এই হার অব্যাহত থাকলে ছেলে শিশু ভর্তির জন্য উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯৯১ সালে এই ইউনিয়নে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৮৮৮ জন। ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৮৬০ জন। স্কুলে ভর্তি উপযোগী মেয়ে শিশুর তুলনায় ছেলে শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ। এ সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

'ছেলেকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না কিন্তু মেয়েকে পাঠাচ্ছেন কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে গিলাতলী গ্রামের আলেক মিয়া বলেন, 'পোলারে স্কুলে পাঠাইয়া লাভ কি? পাস দিলেই টেহা লাগবো। হের চাইতে আয়-রোজগার যা করণের তাই করুক।' আলেক মিয়া নিজে দিনমজুর। তিন সন্তানের মধ্যে বড় মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। দ্বিতীয় সন্তান ৯ বছরের ছেলে ট্রলার শ্রমিক।

একই কথা শোনা গেল আঃ লতিফের মুখে। তিনি বললেন, 'মাইয়া বিয়া দিতে গেলেও জিগায় লেহাপড়া জানে কি না। স্কুল পাস দিলে ভাল ঘরে বিয়া দেওন যায়। পোলাগো আবার লেহাপড়া কিসের। মরণ মরনই। আয়-রোজগারটাই আসল।'

স্কুলগুলোতে ছেলে শিশু হ্রাসের এ প্রবণতা কেন? প্রশ্নের জবাবে গিলাতলী রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মেহেরুন্নেসা বেগম জানান, এ এলাকার নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন বাবা-মায়েরা মনে করে ছেলেদের স্কুলে দেয়ার চেয়ে আয় করতে পাঠানোই ভাল। আর মেয়ে শিশু বাড়ার পিছনে সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও প্রচার বেশি কাজ করছে। মেহেরুন্নেসা বেগম ইন্টারমিডিয়েট পাস। নদী পেরিয়ে শহরে গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে গ্রাজুয়েশন করতে হলে। মেয়ে হবার কারণে তা সম্ভব হয়নি সামাজিক বাধার কারণ বলে তিনি জানান।

চরহোগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউসুফ রহমান জানান, ইউনিয়নটি শহরের কাছে। এখানে ইটের ভাঁটি রয়েছে বেশ কিছু। খেত-খামার তো রয়েছেই। তাই এখানকার নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন পরিবারের ছেলেরা খুব অল্প বয়সেই আয় করতে শুরু করে। আয় করলে পরিবারের অবস্থান ভাল হয়। তাছাড়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ছাড়া ছেলেদের জন্য আর কোন সরকারী সুবিধা নেই। মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার পিছনে সরকারী প্রচার ও সুযোগ কাজ করেছে। এছাড়া মেয়ে শিশুদের বাড়িতে তেমন কাজকর্ম থাকে না। এখানে মেয়েরা খেতে-খামারেও কাজ করে না। পরিবারের আয়ে তাদের কোন ভূমিকা নেই। তাই স্কুলে ফ্রি পড়াচ্ছে বলেই অনেকে মেয়ে পড়াচ্ছে।